অবিলম্বে প্রকাশের জন্য

বিশ্বব্যাংক

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নং ২০০৫/৪৩৩/এসএআর	যোগাযোগ: *ঢাকায়:* রেহনুমা আমিন (৮৮০২) ৮১৫৯০০১ ramin1@worldbank.org *ওয়াশিংটনে:* বেনজামিন ক্রো (২০২) ৪৭৩-৫১০৫ bcrow@worldbank.org

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা

ওয়াশিংটন, এপ্রিল ২৮, ২০০৫ - বিশ্বব্যাংক আজ বাংলাদেশকে তার স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা ও মান বাড়াতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণ অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জনস্বাস্থ্য খাত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, সেবা সরবরাহ উন্নত করা, এবং বিশেষ করে সবচাইতে গরিব পরিবারসমূহকে লক্ষ্যীভূত করে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার বাড়ানো।

গত দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসূচকের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও দেশটিতে এখন ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো সংক্রামক নয় এমন সব রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা বেড়েছে। তদুপরি, বাংলাদেশে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, উদরাময়, ম্যালেরিয়া ও যক্ষার মতো সংক্রামক রোগের প্রকোপ রয়েছে, এবং সেইসঙ্গে এইচআইভি ও এইডস'এর হারও বাড়ছে। অপরদিকে দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার ফলে সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের কাছে নিখরচায় জরুরি সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এদেশে ধনী ও গরিব মানুষকে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মধ্যেকার ফারাক বেশ ব্যাপক।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের খসড়া দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র বা পিআরএসপি'তে প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যমালা অর্জনের জন্য এদেশকে তার কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০০৩-২০১০) বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এই কার্যক্রম স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ে বাংলাদেশের মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমালা (এমডিজি) অর্জনেও সহায়তা দেবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও এই প্রকল্পের টাস্ক লিডার **কিজ কোস্টারম্যানস** বলেন, "বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এমডিজি'র লক্ষ্যমালায় পৌঁছানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে আরও করার এবং আরও ভালো করার দৃঢ় অঙ্গীকার থেকে সুযোগের বাতায়ন খুলে যাবে। কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সেবার সংস্কার সাধন এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ালে তা বিশেষ করে গরিব মানুষের জন্য ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।"

এই প্রকল্পের তিনটি উপকরণ রয়েছে। প্রথমটি স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত এমডিজি ও পিআরএসপি কৌশল এবং জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যমালা অর্জন ত্বরান্বিত করবে। দ্বিতীয়টি বিভিন্ন কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি

ও জনসংখ্যা খাতের আশু চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বিভিন্ন নীতির বিষয়ে মনোযোগ দেবে। সবশেষে, তৃতীয় উপকরণটি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা বাড়ানো, সেবার বহুমুখীকরণ, এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের বিভিন্ন সেবার চাহিদা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের প্রধান প্রধান সংস্কার নিয়ে কাজ করবে।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডাইরেক্টর **ক্রিস্টিন ওয়ালিচ** বলেন, "প্রকল্পের উপকরণসমূহ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রথম উপকরণটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমালা অর্জনের ওপর জোর দেবে। দ্বিতীয় উপকরণটি নগরায়ন ও মানুষের বয়োবৃদ্ধি থেকে যে সকল রোগের উদ্ভব হয় সেগুলির পরিবর্তমান চাপ মোকাবিলা করবে। তৃতীয় উপকরণটি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে ন্যায়পরতা ও দক্ষতা অর্জনে নজর দেবে।"

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কার্যক্রম প্রকল্পটি বাংলাদেশের দেশ সহায়তা কৌশলে (সিএএস) সহায়তা করছে। দেশ সহায়তা কৌশলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করে মানব উন্নয়নে অর্জিত সফলতাকে জোরদার করার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কার্যক্রম প্রকল্প সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়ে দেশ সহায়তা কৌশলে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্বব্যাংকের সহজ শর্তে ঋণদানকারি শাখা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এই ঋণ দেবে। এই ঋণের সার্ভিস চার্জ ০.৭৫ শতাংশ, এবং এই ঋণ ১০ বছরের অতিরিক্ত সময়সহ ৪০ বছরে পরিশোধযোগ্য। প্রকল্পের মোট অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্যয়ের বাকি অংশ দেবে বাংলাদেশ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের এক বড় গোষ্ঠি যার মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় কমিশন, ব্রিটিশ ডিএফআইডি ও নেদারল্যান্ডস। এই উন্নয়ন সহযোগীরা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে মিলে তাদের তহবিলের যোগান দেবে সরকারি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য। উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আরও রয়েছে ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)। এই সহায়তার প্রস্তুতিতে সকল উন্নয়ন সহযোগী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য সচিবের দিক্‌নির্দেশনায় খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয়ের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

###

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক কার্যক্রম সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন:
http://www.worldbank.org/bd

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কার্যক্রম সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন:
http://www.worldbank.org.bd/external/default/main?pagePK=64027221&piPK=64027220&theSitePK=295760&menuPK=295793&Projectid=P074841